সংবাদ

তারিখ ... 04 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩ ...

তনু হত্যার প্রতিবাদে

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট পালিত

২৪ ঘণ্টার মধ্যে তনুর ঘাতকদের গ্রেফতার চেয়ে রিট

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ও বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা পরিবেশক

তনুর খুনিদের গ্রেফতার ও বিচারের দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট পালিত হয়েছে। গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ বিভাগে ক্লাস হয়নি। তবে পরীক্ষা ধর্মঘটের আওতামুক্ত ঘোষণা করায় সেগুলো নির্বিঘ্নে হয়েছে। ঢাবির শিক্ষার্থীদের আহ্বানে সারাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা ক্লাস বন্ধ রেখে এদিন সমাবেশ-মানববন্ধনের মতো কর্মসূচি পালন করে।

প্রসঙ্গত, তনু হত্যা এবং খুনিদের গ্রেফতার কিংবা শনাক্ত না হওয়ার প্রতিবাদে রোববার এক কর্মসূচির ডাক দেয় ঢাবির শিক্ষার্থীরা।

ক্লাস বন্ধ রেখে সকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন, কার্জন হল ও দোয়েল শিক্ষা : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

শিক্ষা : প্রতিষ্ঠানে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

চত্বরে সমাবেশ ও মানববন্ধন করে শিক্ষার্থীরা। বাম ছাত্র সংগঠনগুলোর মোর্চা প্রগতিশীল ছাত্রজোট ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ছাত্র ঐক্যের নেতাকর্মীরা এই কর্মসূচিতে একাত্মতা জানায়। কার্জন হল এলাকায় একদল শিক্ষকও ছাত্রদের কর্মসূচিতে সংহতি জানায়। সেনানিবাসের মতো সুরক্ষিত জায়গায় তনুর খুন হওয়ার কারণে এখন নিজেদের ও পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তা শঙ্কার কথা প্রকাশ ঘটেছে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের বক্তব্যে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর অধ্যাপক আমজাদ আলী জানান, যে দাবির প্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীরা এ ধর্মঘট ডেকেছে, তাতে সবাই একাত্মতা প্রকাশ করেছে। তিনি বলেন; শিক্ষার্থীরা যেহেতু ক্লাসে আসেনি, তাই বেশিরভাগ বিভাগে ক্লাস হচ্ছে না।

কর্মসূচি আহ্বানকারী 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীবৃন্দ'র সমন্বয়ক ফারহান শাহরিয়ার পুলক দাবি করেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই ধর্মঘটে সমর্থন জানিয়েছে। তবে ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের ম্যানেজমেন্ট বিভাগে ক্লাস হচ্ছে শুনে তারা সেখানে গিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বললে শিক্ষার্থীরা ক্লাস বর্জন করে।

প্রাণ রসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন বলেন, তনুকে ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনা গভীরভাবে অনুসন্ধান করতে হবে। আমার বিশ্বাস এর মধ্য দিয়ে অনেক কঠিন সত্য উন্মোচিত হবে। এই হত্যাকাণ্ড নিয়ে কিছুদিন পর্যন্ত এক ধরনের নীরবতা লক্ষ্য করা গেছে। তরুণরাই রাস্তায় নেমে সেই নীরবতা ভেঙে দিয়েছে।

শিক্ষার্থীদের এই সমাবেশে একদল কর্মী নিয়ে সংহতি জ্ঞাপন করেন গণজাগরণ মঞ্চের মুখপাত্র ইমরান এইচ সরকার। তিনি বলেন, এ ধরনের ঘটনার ক্ষেত্রে আমরা অতীতে দেখেছি, এখনও দেখছি রাষ্ট্র ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে এক ধরনের ইনডেমনিটি দেয়া হয়। তনু হত্যার বিচারের ক্ষেত্রে আমরা এখন সেরকমটা দেখছি। তদন্তের কোনো অগ্রগতি তো হয়ইনি। বরং অগ্রগতি হয়েছে ঘটনা ধামাচাপা দেয়ার ক্ষেত্রে।

কার্জন হলের সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল কলাভবন এলাকায় থাকা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে এক হয়।

এদিকে গতকাল দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য ধর্ষকদের আরও বেশি উৎসাহিত করে বলে মন্তব্য করেছেন প্রগতিশীল ছাত্র জোটের প্রধান সমন্বয়ক আশরাফুল আলম সোহেল। তিনি বলেন, তনুর হত্যাকাণ্ড নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ন্যক্কারজনক বক্তব্য দিয়েছেন। তিনি বলেছেন এরকম দু'একটি ঘটনার কারণে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী দুর্বল হয়ে যায়নি। রাষ্ট্রের এই দায়িত্বহীন বক্তব্যের কারণে ধর্ষকরা আরও উৎসাহিত হচ্ছে।

তনু হত্যার প্রতিবাদে এবং সুষ্ঠু তদন্তের দাবিতে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ডাকা সারাদেশে ছাত্র ধর্মঘটের পরিস্থিতি জানাতে এ সংবাদ সম্মেলন করা হয়। এ সময় তিনি আগামী ৭ এপ্রিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঘেরাও কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

সংবাদ সম্মেলনে আশরাফুল আলম সোহেল বলেন, আগামী ৭ এপ্রিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঘেরাও কর্মসূচিতে বাধা দেয়া হলে সরকারবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। সরকার ধর্ষকদের পক্ষে অবস্থান নিলে ছাত্র সমাজ সরকারের বিপক্ষে অবস্থান নেবে।

অপরদিকে গতকাল দুপুরে তনুর ধর্ষক ও খুনিদের ফাঁসির দাবিতে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে ঢাবির বিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষার্থীরা। দোয়েল চত্বর এলাকায় সড়ক অবরোধ করে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ব্যানারে মানববন্ধন পালন করে। এরপর বিকালে টিএসসির রাজু ভাস্কর্যের সামনে একটি প্রতিবাদ সমাবেশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। গতকাল সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি থেকে তনু হত্যার বিচারের দাবিতে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ কর্মসূচি শুরু করেছে গণজাগরণ মঞ্চ। দুপুরের মানববন্ধনে তিন শতাধিক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। মানববন্ধন শেষে তনু হত্যার প্রতিবাদে দোয়েল চত্বর থেকে একটি মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি টিএসসি হয়ে কলাভবনের সামনে দিয়ে দোয়েল চত্বরে গিয়ে শেষ হয়।

এ সময় শিক্ষার্থীদের সাথে সংহতি প্রকাশ করেন জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন, ডা. ইমরান এইচ সরকারসহ বিভিন্ন প্রগতিশীল সংগঠনের নেতারা।

অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন বলেন, বাংলাদেশের নারীরা অবরুদ্ধ হয়েছে মুক্তিযুদ্ধে। তাদের এ বিচার পেতে বহু বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। আমাদের পুরুষদের উচিত নারীদেরকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়া। এ সময় তিনি সোহাগী জাহান তনুর ধর্ষণকারীদের বিরুদ্ধে সকল নারীকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ করার আহ্বান জানান।

বিকালের সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ঢাবির গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক ফাহমিদুল হক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক সামিনা লুৎফা, ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি লাকী আক্তার প্রমুখ।

এদিকে তনুর খুনিরা গ্রেফতার না হওয়ায় আজ সোমবারও দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে ছাত্র ইউনিয়ন। ফার্মগেটের তেজগাঁও কলেজে সকাল ৭টা থেকে ধর্মঘটের কর্মসূচিতে অবস্থান গ্রহণ করবেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতারা। বেলা সাড়ে ১২টায় মধুর ক্যান্টিনে ধর্মঘট পরবর্তী সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

প্রগতিশীল সংগঠনসমূহের আহ্বানে আজ সকাল ১০টায় উত্তরার আজমপুরে তনুসহ সকল হত্যার বিচার দাবিতে প্রতিবাদী মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হবে।

বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দলের (মার্কসবাদী) উদ্যোগে আজ বিকাল ৫টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ ও পরে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হবে।

তনু হত্যায় জড়িতদের গ্রেফতার চেয়ে রিট

কুমিল্লায় ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্রী সোহাগী জাহান তনু হত্যায় জড়িতদের গ্রেফতার এবং বিচারিক তদন্তের নির্দেশনা চেয়ে রিট করেছেন সুপ্রিম কোর্টের এক আইনজীবী। গতকাল সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় এই রিট আবেদন জমা দেন আইনজীবী ইউনুছ আলী আকন্দ। আজ সোমবার বিচারপতি সৈয়দ মোহাম্মদ দস্তগীর হোসেন ও বিচারপতি একেএম সাহিদুল হকের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চে এ আবেদনের ওপর শুনানি হতে পারে বলে জানান তিনি।

পরে ইউনুছ আলী সাংবাদিকদের বলেন, তনু হত্যার পর এখন পর্যন্ত জড়িত কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি। এ ব্যাপারে 'নিষ্ক্রিয়তা চ্যালেঞ্জ করে' আবেদনটি করা হয়েছে। রিট আবেদনে হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতার, ওই ঘটনায় বিচারিক তদন্তের নির্দেশনা এবং তনুর পরিবারকে ৩০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেয়ার নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে। এর সঙ্গে সংবিধানের ২৮(৪) অনুচ্ছেদ অনুসারে নিরাপত্তা নিশ্চিতের নির্দেশনাও চাওয়া হয়েছে।

ইউনুছ আলী জানান, ওই হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের গ্রেফতারে 'বিবাদীদের নিষ্ক্রিয়তা' কেন বেআইনি ঘোষণা করা হবে না- তা জানতে রুল চাওয়া হয়েছে তার আবেদনে। স্বরাষ্ট্র সচিব, প্রতিরক্ষা সচিব, পুলিশের মহাপরিদর্শক, কুমিল্লার পুলিশ সুপার ও কুমিল্লা কোতোয়ালি থানার ওসিসহ আটজনকে এই আবেদনে বিবাদী করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, কলেজের ছাত্রী তনু গত ২০ মার্চ কুমিল্লা সেনানিবাস এলকার মধ্যে খুন হওয়ার পর থেকে প্রতিবাদের ঝড় বইছে সারাদেশে। থানা পুলিশ, ডিবি হয়ে এখন হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করছে সিআইডি। তবে ১৩ দিনেও গ্রেফতার হয়নি কেউ। এই তরুণীকে খুনের আগে ধর্ষণ করা হয়েছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে। আদালতের নির্দেশে লাশ পুনরায় তুলে ময়নাতদন্তও হয়েছে।